যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজে প্রসংশাপত্রে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুর যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের প্রসংশা পত্র দিয়ে ৫শ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে সোহরাব হোসেন নামের একটি ফেসবুকে আইডিতে একটি পোষ্ট করা হয়েছে। ফেসবুক পোষ্টটি তুলে ধরা হলো“প্রসংশা পত্র তুলতে ৫শ টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন দূর্নীতি করে আমি তো ভবিষ্যতে দূর্নীতি করবই।

এ বিষয়ে যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু বলেন, টাকা নেওয়ার বিষয়টি মোটেও সত্য না। পরিক্ষার ফি, বেতন বাবদ টাকা নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রত্যেককেই রশিদ দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র

মেহেরপুরে পেঁয়াজের ঝাঁজে কাঁদছে ক্রেতা

গত সপ্তাহ থেকে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কয়েক দফা। এর মধ্যেই বাংলাদেশে পিঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছে ভারত। ফলে সোমবার দেশের তিনটি প্রধান স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে কোনো পিঁয়াজ আসেনি।

এদিকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের খবরে বাজারে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে একদিনের ব্যবধানে প্রায় দ্বিগুণ দাম বেড়ে খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৮০-৮৫ টাকা।

আমদানি বন্ধের খবরে রাজধানীসহ দেশের বাজারগুলোয় ক্রেতারা পেঁয়াজ

কিনতে ভিড় জমায় আর খুচরা বিক্রেতারা ছোটেন পাইকারি বাজারে। এই হুলুস্থুল পরিস্থিতিতে বিক্রেতারা পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বুধবার মেহেরপুরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, দেশি পেঁয়াজের কেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকায়। আমদানি করা ভারতের পেঁয়াজের কেজি বিক্রি হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা। অথচ গতপরশু দেশি পেঁয়াজের কেজি ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা এবং আমদানি করা পেঁয়াজের কেজি ছিল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা।

খুচরা ব্যবসায়ী কালাম জানান, হঠাৎ করেই পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে। গতকাল পাইকারিতে যে দেশি পেঁয়াজের কেজি ৪৫ টাকা ছিল তা আজ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা হয়ে গেছে।

তহবাজার ব্যবসায়ীসমিতি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ মেহেরপুর প্রতিদিন কে জনান, ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি ছিল হঠাৎ করে রাতা-রাতি L,C পেঁয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে। যার কারণে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম আবারও অস্থিরতা বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে । এমতা অবস্থায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্ধারিত মূল্য বেঁধে দেওয়া, নতুবা আমাদের দেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে।

আমি আর একটি কথা বলতে চাই । যেহেতু আমি এই কাঁচামালের ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি, আমাদের দেশে দেশীও পেঁয়াজ বিভিন্ন জেলায় উৎপাদন হয়, এবং সে জেলাগুলি নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ওই জেলাগুলি নির্ধারিত একটি দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। ওখান থেকে অন্য জেলায় যে সমস্ত পেঁয়াজ যাবে, তার কষ্টক্যারিং খরচ এবং ব্যবসায়ীদের রুটি-রুজির লভ্যাংশ রেখে, অন্য জেলায় আলাদা দাম নির্ধারণ করা। তাতে করে সব জেলার মাল সব জেলায় যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সুযোগ সুবিধা রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

গত সপ্তাহ থেকে ভারতে পিঁয়াজের দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও দাম বেড়ে ৬০ টাকার দেশি পেঁয়াজ ৮৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় আর আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা থেকে উঠে আসে ৬০ টাকায়।

পাইকারি ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান, গত এক সপ্তাহ আগে সুখসাগর পেঁয়াজ এর দাম ছিলো ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে তা বেড়ে এখন ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। তিনি আরো জানান চাষীদের কারণে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে চাষিরা আরো বেশি দাম পাওয়ার আশায় এখন পেঁয়াজ বিক্রি করতে চাচ্ছেন না। তাই বাজারে পেঁয়াজ এর সংকট দেখা দিচ্ছে

এ কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সোমবার দেশি পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করেছি ৬০ টাকা। আজ পাইকারিতে দাম ৮৫ টাকা।

গত বছরও ভারত হুট করে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

তানভীর জানান, দেশী জাতীয় পেঁয়াজ গত এক সপ্তাহ আগে ৫০-৫৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিলো তা এখন বেড়ে ৮০ টাকায়।

গতবার যে খেলা দেখিয়েছে এবারও সেই পেঁয়াজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিফটের প্যাকেট জাত হয়ে সেই গত বারের মতো অবস্থান তৈরি হবে। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। অন্যদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বুধবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আবারও পেঁয়াজের বাজারে আগুন, কেজি ১০০ টাকা

আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে তরিতরকারী ও মরিচের পর হঠাৎ করেই আগুন লেগেছে পেঁয়াজে। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে পেঁয়াজের ঝাজে ক্রেতাদের অনেকেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজ রাত পেরুতেই হয়ে গেছে ১০০ টাকা। যে কোন ধরনের সবজি ও কাঁচা মরিচের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে এমনিতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরপর একদিনেই পেঁয়াজের দ্বিগুন মূল্য বৃদ্ধিতে মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার আলমডাঙ্গার পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজি ছিল প্রকারভেদে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রি করেছেন ৬০ টাকা কেজি দরে। কিন্ত সোমবার রাতে ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার খবর প্রচার হলে পরদিন মঙ্গলবার সকালেই ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়ে যায় ১০০ টাকা। আড়তদাররা নিজেরা সকাল থেকেই দাম বাড়িয়ে দেয়। আড়তে থাকা আগের দিনের বস্তা বস্তা পেঁয়াজও একই দামে বিক্রি করা হয়। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে আড়তদাররা কুষ্টিয়ার অন্যান্য বাজারের সাথে যোগাযোগ করে কিছুটা কমে বিক্রি শুরু করে। এ ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতারা পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করে ৯০ টাকা দরে।

ব্যাগ হাতে বাজারে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান ক্লেদাক্ত কণ্ঠে বলেন, ৪০ টাকা কেজির নিচে কোন তরকারী নেই। কাঁচা মরিচের কেজি ১৫০ টাকা। পেঁয়াজ ১০০ টাকা। সাধারণ মানুষের আয় তো বাড়েনি। করোনার জেরে আয় আরও কমেছে। কিভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাব?

মহিলা ক্রেতা নাসিমা বেগম বলেন, কোন তরকারীর দাম কম নয়। সবই ৪০ থেকে ৬০ টাকা কেজি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের খেয়ে বাঁচার পরিস্থিতি নেই।

খুচরা বিক্রেতা জামান বলেন, সোমবারে পেঁয়াজের কেজি ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে প্রথমদিকে পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হয়।

পরে আবার কমিয়ে ৯০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের বাজারে অস্থিরতা দেখা

দিয়েছে বলে তিনি জানান। এই সুযোগে এক শ্রেনীর আড়তদার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির পায়তারা করছে বলেও জানান তিনি।

গাংনীর ধলাতে কৃষক লীগের উদ্যেগে বৃক্ষ রোপণ

গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপী মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই পরিপ্রক্ষিতে রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে ৭০০ ফলজ বনজ ঔষধি গাছ বৃক্ষরোপণ অভিজান।

এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আবুল কালাম মেম্বার সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

মেহেরপুরের দু’টি তেল পাম্পে জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিএসটিআই এর সহযোগিতায় মেহেরপুর সদরের দুই টি তেল পাম্পে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এসময় নুর ফিলিং স্টেশনে পরিমাপে কম দেওয়ায়, ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইনের ২০১৮ এর ২৯ ধারাই ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর দিকে মেহোরপুর সদরের, মেহেরপুর ফিলিং স্টেশনে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরিজ লাইসেন্স নবায়ন না করায় ৩২(৩) ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআইর পরিদর্শক মঈনুদ্দিন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে সংস্কার কাজ বন্ধ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ৯৪০ মিটার রাস্তার সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

রাস্তার পাশে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার না সরানোর কারণে রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হলেও সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে বিটিসিএলের সমন্বয়হীনতার কারণে কাজটি শুরু হচ্ছে না বলে স্বীকার করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

মেহেরপুর জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কটির পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ হয়েছিল বছর দশেক আগে।

তারপর আর কাজ হয়নি। সড়কের গাংনী মহিলা কলেজ মোড় ও সাবেক সংসদ সদস্যর বাসার সামনেসহ অধিকাংশ স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়াও সড়কটির চোখতোলা মাঠের ৯৪০ মিটার একবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রতি বছরই ওই স্থানে কোন রকম চলাচলের জন্য ব্যয় করা হয় কয়েক লাখ টাকা।

সড়কটি স্থায়ী ভাবে সংস্কারকরণের লক্ষ্যে পুনরায় টেন্ডার করা হয়। কাজ পায় জহিরুল লিমিটেড। মোট ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে সংস্কার কাজটির কার্যাদেশ পান চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারী। এ সময় কাজটি শুরু করা হলে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তারের ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে কাজটি বন্ধ রাখা হয়। বিষয়টি মেহেরপুর জেলা বিটিসিএলকে জানানো হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজও তার সরিয়ে না নেয়ায় কাজটি আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। বার বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সদুত্তর মেলেনি।

তবে মেহেরপুর বিটিসিএল বলছে অন্য কথা। তাদের ভাষ্য, সড়ক ও জনপথ বিভাগের চিঠি বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সড়ক ও জনপথ ক্ষতিপূরণ না দিলে ভুগর্ভস্থ তার সরানো সম্ভব নয়। অনেক খরচের বিষয় থাকায় জেলা কার্যালয়ের সম্ভব হচ্ছে না তার সরানো। ফলে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনীর চোখতোলা নামক স্থানের সড়কটির সমস্যা অন্তত ৫০ বছর ধরে। প্রতি সপ্তাহে সড়ক ও জনপথের লোকজন রাস্তার দেবে যাওয়া অংশে ইট দিয়ে ভর্তি করে যান চলাচলের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিদিনই ভাঙ্গা রাস্তায় কোন না কোন যানবাহন নষ্ট হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছে স্থানীয়সহ দূরপাল্লার যানবাহন। এছাড়াও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার খলিশাকুন্ডি নামক স্থান পর্যন্ত সারা বছরই ছোট ছোট গর্তে পাথর দিয়ে তার ওপর বিটুমিন ছিটিয়ে চলছে পুটিংয়ের কাজ।

আন্তঃজেলা চলাচলকারী এইচআর পরিবহনের চালক সবুজ হোসেন বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কসহ সব সড়কেই বাধা ধরা সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। চোখতোলা মাঠের এই রাস্তার এ অংশ পার হতেই ৫ মিনিট চলে যায়। যথা সময়ে পৌঁছতে না পারলে মোটা অংকের টাকা জরিমানা গুনতে হয়। বিশেষ করে চোখতোলার সড়কের গর্তে পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ি বিকল হয়ে যায়।

একই কথা জানালেন এমএম পবিহনের চালক আঙ্গুর আলী।

জোড়পুকুর গ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ বলেন, জোড়পুকুর ও চোখতোলা মাঠের মাঝের এই জায়গাটা কোন দিনও ঠিক হয়না। প্রায় ৮ বছর আগে যখন রাস্তাটা নতুন করে তৈরি করা হয় তারপর মাসখানেক ভালো ছিলো। তারপর আবার আগের অবস্থা। সড়কের এ সমস্যাটা যদি দূর করা যেত তাহলে এ অঞ্চলের মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতো।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বছরের প্রথম দিকেই কার্যাদেশ দিয়েছিলাম। ঠিকাদারও যথা সময়ে কাজ শুরু করেছিলো। কিন্তু রাস্তার পাশেই ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার থাকায় কাজ বন্ধ করে দেয় বিটিসিএল। টিঅ্যান্ডটির তার সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দু’বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সাড়া মেলেনি। ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থায় আবার কাজ শুরু করা হবে।

বিটিসিএলের মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা চিঠি পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তা জানিয়েছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ আমদের ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় তার সরানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি আবারও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো কিভাবে তার সরানোর ব্যবস্থা করা যায়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম বলেন, রাস্তাটি সংস্কারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিরসনের ব্যবস্থা করবো।

দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন উপজেলা প্রশাসন ।

দামুড়হুদা উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ ২০২০ প্রতিযোগিতায় দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাবিব, নির্ঝর ও ফাহিম শাহরিয়ার অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে ।

উক্ত কুইজে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল মতিন (উপজেলা শিক্ষা অফিসার), মোঃ আব্দুল কাদের (সহকারী প্রোগ্রামার, ব্যানবেইজ), মোঃ রাফিজুল ইসলাম (সহকারি পরিদর্শক), মোঃ আরিফুল ইসলাম (উপজেলা সহকারি প্রোগ্রামার), কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নুরুল ইসলাম সহ অন্যন্য কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঢাকা।

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময়

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালকের সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময় ও আলেচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় জীবননগর হ্ইাস্কুল পাড়ার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যলয়ে এ মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি

মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, সমন্বয়কারী কিতাব হোসেন,মুকুল হোসেন, লোকমোর্চার সমন্বয়কারী সজল, প্রবীণকমিটির সমন্বয়কারী আশরাফুজ্জামান লিটনসহ ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্য লাবনী, তুহিন, ঐশ^র্য সাহা, শিলা, নিশান, রাজিব হোসেন, জাহিদ হোসেন, অন্তরা , সম্রাট প্রমুখ।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে

নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।